আমের ফোস্কা রোগ (Mango Anthracnose)

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং, সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা

রোগ পরিচিতি

আমের ফোস্কা রোগ বা অ্যানথ্রাকনোজ একটি মহাক্ষতিকর রোগ। *Colletotrichum gloeosporioides* নামক ছত্রাক দ্বারা এ রোগ হয়। এ রোগের আক্রমণে প্রায় ২ থেকে ৩৯ শতাংশ আম ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বাংলাদেশের প্রায় সব এলাকার আমগাছেই এ রোগ দেখা যায়।মুকুল ধরা অবস্থায় বৃষ্টি হলে ও কুয়াশা বেশি পড়লে এ রোগ বাড়ে। মাটিতে পড়ে থাকা রোগাক্রান্ত পাতা, মুকুল ও গুটিআম এ রোগের প্রাথমিক উৎস। গাছে থাকা আক্রান্ত পাতা, মুকুলের ডাঁটি ইত্যাদিও রোগের উৎস। আক্রান্ত পাতাই আসলে পুনঃআক্রমণে মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। ২৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের কাছাকাছি তাপমাত্রা এবং বেশি আর্দ্রতা এ রোগ ছড়ানোর জন্য সহায়ক। বৃষ্টি ও শিশির এ রোগের জীবাণুর বিস্তার ঘটায়।

রোগের লক্ষণ

আমগাছের সব অংশই এ রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়। প্রথমে পাতায় বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন আকৃতির ছোট ছোট ধূসর বাদামি বা কালো কালো দাগ পড়ে। কখনো কখনো দাগের মাঝখানটা ছিঁড়ে বা ফেটে যায়। অধিক আক্রান্ত পাতায় লক্ষণ দেখতে ফোস্কা আকৃতির হয়, ফলে এ রোগের নাম ফোস্কা রোগ বলে। নার্সারিতে এ রোগের আক্রমণে চারাগাছের যথেষ্ট ক্ষতি হয়। বয়স্ক পাতার চেয়ে কচি পাতা বেশি আক্রান্ত হয়। লক্ষণ একইভাবে পাতার বোঁটা, মুকুলের ডাঁটা ও ফলের থোসাতেও দাগ পড়ে। তবে এ রোগে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় মুকুল। আক্রান্ত মুকুল নষ্ট হয় ও শুকিয়ে ঝরে পড়ে। গুটি অবস্থায় ফলের গায়ে ছোট ছোট কালো দাগ দেখা যায়। আক্রান্ত গুটিআম ঝরে পড়ে এবং বড় আম আক্রান্ত হলে দাগের স্থানে ক্ষত সৃষ্টি হয়, পরবর্তীতে তা ফেটে যায়। এ রোগে সম্পূর্ণ আমটাই পঁচে যেতে পারে।

আক্রান্ত মুকুল

আক্রান্ত পাতা

আক্রান্ত আম

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা

- আমের অ্যানথ্রাকনোজ বা ফোস্কা রোগ কম হয় এমন জাত, যেমন- আম্রপালি ও ল্যাংড়া চাষ করা;
- এ রোগে আক্রান্ত পাতা, ডাল ও ফল গাছের তলায় পড়ে থাকলে সেসব কুড়িয়ে মাটিতে পুঁতে বা পুড়িয়ে ফেলতে হবে;
- বাগানের আক্রান্ত ডাল-পালা নিয়মিত ছাঁটাই, পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে এবং গাছের তলায় ময়লার স্তুপ রাখা যাবে না;
- প্রথমে গাছে মুকুল আসার আগে একবার এবং এরপর মুকুল আসার পরে অর্থাৎ মুকুল ৫ থেকে ১০ সেন্টিমিটার লম্বা হলে তখন আরও একবার অনুমোদিত বালাইনাশক বোতল বা প্যাকেটের গায়ে লেবেলে দেয়া সঠিক মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে;
- টিল্ট ২৫০ ইসি @ ৫ মিলি/১০লিটার পানিতে **অথবা** ব্যাভিস্টিন @ ১০গ্রাম/১০লিটার পানিতে **অথবা** ম্যানকোজেব গ্রুপের অনুমোদিত বালাইনাশক @ ২০-৩০গ্রাম/১০লিটার পানিতে ভালভাবে মিশিয়ে সম্পূর্ণ গাছে স্প্রে করতে হবে;
- গাছ থেকে পরিণত আম পাড়ার পর হাতে সহ্য হয় এমন গরম পানিতে (৫১^{0}C) আমগুলো ৫ মিনিট চুবিয়ে বাতাসে শুকিয়ে ঝুড়িতে ভরতে হবে, এতে বাজারজাতকৃত পরিপক্ক আমে এ রোগ কম হয়।

আরো তথ্যের জন্য:

পরিচালক, উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা-১২১৫ । E-mail: dppw@dae.gov.bd

বিস্তারিত জানার জন্য আপনার নিকটস্থ উপ-সহকারী কৃষি অফিসার বা উপজেলা কৃষি অফিসে যোগাযোগ করুন ।